লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) সম্পর্কে অবহিত হোন ও প্রতিরোধ করুণ

লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক চর্মরোগ যা শুধুমাত্র গরু ও মহিষের হয়। এই রোগ গরু ও মহিষের চামড়ায় চাকাচাকা ঘা দেখা যাওয়ায় সহজেই চেনা যায়। এ রোগে মানুষ আক্রান্ত হয় না। এ রোগ ভিসেরা ও রেসপাইরেটরি সিস্টেম (ফুসফুসে) সংক্রামিত হয়। রোগের সুপ্তকাল ৪-১৪ দিন।

রোগের লক্ষণ

- প্রথম পর্যায়ে আক্রান্ত প্রাণির জ্বর ১০৫° - ১০৭° ফারেনহাইট পর্যন্ত হয় ও ব্যথা হয় এবং খাবার অরুচি দেখা দেয়। মাঝে মাঝে খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেয়।
- শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন-পা, গলকম্বল ফুলে যাবে।
- মুখ থেকে লালা ঝরবে এবং গরু খুড়িয়ে হাটবে।
- লিম্ফনোড ফুলে যাবে, বুকে, ওলান ও পায়ে পানি জমা হবে। গর্ভপাত ঘটতে পারে।
- দুর্বলতা ও নিস্তেজ ভাব হবে।
- কোন কোন সময় প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট হয় এবং মারা যেতে পারে।

রোগটি কিভাবে ছড়ায়?

- মশা, মাছি ও অন্যান্য পতঙ্গের মাধ্যমে এ রোগটি দ্রুত এক প্রাণি হতে অন্য প্রাণিতে ছড়ায়।
- আক্রান্ত গরুর লালা, দুধ, চোখ বা নাকের পানির মাধ্যমেও ছড়ায়।
- পশু স্থানান্তরের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।
- আক্রান্ত প্রাণি পরিচর্যাকারী, প্রাণি চিকিৎসক বা ভ্যাক্সিন প্রদানকারীর মাধ্যমে ও রোগটি সুস্থ প্রাণিতে ছড়াতে পারে।

রোগ নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ

- খামার/গোয়াল ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা।
- খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কীটপতঙ্গ, মশামাছি নিয়ন্ত্রণ করা।
- খামারের আক্রান্ত প্রাণি দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নেয়া এবং মশারীর ভিতরে রেখে চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া।

চিকিৎসা

- দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ ও জটিলতার জন্য ভেটেরিনারি চিকিৎসকের সাথে পরামর্শক্রমে এন্টিবায়োটিকসহ এন্টিহিস্টামিনিক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য- প্যারাসিট্যামল টেবলেট-২টি, খাবার সোডা- ৫০ গ্রাম, নিমপাতা বাটা-২৫ গ্রাম, লবণ-২৫ গ্রাম, গুড়-৫০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে একত্রে মিশ্রিত করে সকাল বিকাল ৭দিন সেবন করলে লাম্পি স্কিন ডিজিজ উপশম হয়ে যায়।
- আক্রান্ত প্রাণির ক্ষতস্থানে টিংচার আয়োডিন, পভিসেভ অথবা পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্বারা সকাল বিকাল ড্রেসিং করতে হবে।

সতর্কতা

- ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না।
- রেজিস্ট্রার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া স্টেরয়েড ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতিরোধ

- গোট পক্স টিকা সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- মশা, মাছি, আঁঠালী ও মাইট দমন করতে হবে।
- চিকিৎসার সময় নতুন সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- খামার পরিস্কার রাখতে হবে ও জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বাংলাদেশ